দর্শনায় পাঁচ কেজি গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ গত দুইদিনে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

গত রবিবার রাত ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর বাসস্ট্যান্ডপাড়া মিজান টি স্টলের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর। এ সময় দর্শনা থানার চৌকস এস আই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ দর্শনা পৌরসভার দক্ষিনচাঁদপুর গোরস্থান পাড়ার খায়রুল ইসলামের ছেলে রাশেদুলকে (৩৫) গ্রেফতার করে।

পরে তার কাছ থেকে একটি ডিজিটাল দাঁড়িপাল্লাসহ প্লাষ্টিকের কসটেপ মোড়ানো ১ কেজি গাজা উদ্ধার করে।

অপরদিকে সোমবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা থানার এস আই মাসুদুর রহমান মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড থেকে ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক সম্রাট মাগরিব আলীকে (৪৫) গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত মাগরিব আলী দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামের মৃত্য আজাদ আলীর ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই তাদের দুজনকে চুয়াডাঙ্গা আমলী আদালতে সোপর্দ করে জেল হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরের দুই শীর্ষ ক্যাসিনো এজেন্ট সাতক্ষীরায় গ্রেফতার

সাতক্ষীরার সদর থানা এলাকায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও সদর থানা

পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট অভিযানে অনলাইন জুয়া চক্রের অন্যতম শীর্ষ এজেন্ট মেহেরপুরের মুর্শিদ আলম লিপু ও মুছাইদ আলম ক্যামেলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।

এর আগে মেহেরপুরে দেশের অন্যতম শীর্ষ ক্যাসিনো এজেন্ট লিপু ও তার অস্ত্রের সন্ধানে যৌথবাহিনী লিপুর বাগান বাড়িতে চার দফা অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলা পুলিশ জানায়, শুক্রবার (১০ অক্টোবর রাত) সাড়ে ১১ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সদর থানা পুলিশের একটি যৌথ টিম খানপুর থেকে বাইপাসগামী খড়িবিলা মোড় এলাকায় অভিযান চালায়। সন্দেহভাজন একটি অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি চালালে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের জিনারুল ইসলাম ও রাজিয়া সুলতানা দম্পতির ছেলে মুর্শিদ আলম লিপু এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা খন্দকার পাড়ার মাসুদুল আলম ও লুবা ইয়াসমিন দম্পতির ছেলে মুছাঈদ আলম ওরফে ক্যামেল (৩০)।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়া পরিচালনার সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে তারা অনলাইন জুয়া খেলায় উদ্বুদ্ধ করতো এবং জুয়ার প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করতো।

অভিযানে তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত মুরশিদ আলম লিপুর নামে পূর্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ডিএমপি’র পল্টন থানায় ১৪ নভেম্বর ২০২১ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৩(২)/২৪(২)/২৫(২)/৩০(২)/৩১(২)/৩৫(২) ধরাতে দায়েরকৃত এবং এফআইআর নং-৩৭/৫৭৩।

সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার বলেন, ‘এই ঘটনায় নতুন একটি মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলে দেশব্যাপী অনলাইন জুয়া ও ডিজিটাল প্রতারণা দমনে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় সারা দেশের প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সে সময় মুর্শিদ আলম লিপু মেহেরপুর থেকে আত্মগোপনে চলে যায়। তবে বিভিন্ন সময়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে ঢাকা সিআইডি তাকে বিভিন্ন ব্যক্তির আইডি কার্ড ব্যবহার করে তোলা সিম কার্ড দিয়ে অন্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রমাণ পেয়েছে। একই সাথে কখনো তার অবস্থান সাতক্ষীরা, কখনো মাগুড়া আবার কখনো বা ঢাকার বসুন্ধরায় তার অবস্থান সনাক্ত করেছে। তারপরও এতদিন মুরশিদ আলম লিপু ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। মেহেরপুর তথা দেশের শীর্ষ যে ১৯ জন অনলাইন জুয়া এজেন্টের বিরুদ্ধে সিআইডির অর্গানাইজ ক্রাইম বিভাগ মানি লন্ডারিং এর অনুসন্ধান করছে তাদের মধ্যেও প্রথম স্থানে রয়েছে এই মুরশিদ আলম লিপু।

এছাড়াও, ২০২১ সালের ১৪ নভেম্বর মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট সিম ব্যবহার করে অনলাইনে জুয়ার কারবারের সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সে সময়েও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মুরশিদ আলম লিপু। এরপরই প্রথমবার ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়া অনলাইন জুয়া এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য দেশবাসীর সামনে আসে।

আলমডাঙ্গায় যৌথ অভিযানে মাদকদ্রব্য, দেশীয় অস্ত্র ও জালনোটসহ গ্রেফতার ১

আলমডাঙ্গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য, দেশীয় অস্ত্র, জাল নোট ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে, আরেকজন পলাতক রয়েছে।

জানা যায়, গত সোমবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে “অপারেশন ৩৬ এডি” শীর্ষক অভিযানে সেনাবাহিনীর ৫৫ এফ আই ইউনিটের এফএস এর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন, বিএ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন, ৩৬ এডি রেজিমেন্ট।

অভিযানে আলমডাঙ্গা মিয়াপাড়ার মো. ইসরাফিল আলম সনির (৩৩) বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬৫০ গ্রাম গাঁজা, ১৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, এক বোতল বিদেশি মদ, চারটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, একটি ৫০০ টাকার জাল নোট, নগদ দুই লাখ ৪৭ হাজার ৮৩০ টাকা এবং দুটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন উদ্ধার করা হয়।

এসময় বাড়ির মালিক ইসরাফিল আলম সানিকে আটক করা হয়। তাঁর সহযোগী পিয়াল মাহমুদ সাদ্দাম (পিতা মৃত মজিদ মিয়া, একই এলাকার বাসিন্দা) পলাতক রয়েছেন। অভিযানে উদ্ধার করা মালামাল ও আসামিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর ল্যান্স কর্পোরাল আল ইমরান (৩৬ এডি রেজিমেন্ট)।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান বলেন, “উদ্ধারকৃত মাদক ও অস্ত্রের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অভিযানে সেনাবাহিনীর সহায়তায় আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পেরেছি।” পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ইসরাফিল ও তাঁর সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক ব্যবসা ও অবৈধ অর্থ লেনদেনে জড়িত ছিল।

গাংনীতে ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় একজন গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় বাকী মালিথা (৫০) নামক আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আসামি উপজেলার দেবীপুর ঝোড়াঘাট গ্রামের মৃত লতিফ মালিথার ছেলে।

গাংনী থানা সূত্রে জানা যায়, দেবীপুর ঝোড়াঘাট গ্রামের বাকী মালিথা (৫০) তার নিজ বসতঘরে গত ২ অক্টোবর একটি শিশুকে জোর পূর্বক ধর্ষণ চেষ্টা করে।

এসময় শিশুটি চিৎকার দিলে আশপাশের মানুষ জড় হয়ে বাকী কে ধরে ফেলে। পরে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসা চেষ্টা করে কয়েকজন মাতব্বর। কিন্তু ঘটনা জানাজানি হলে আসামিকে ধরে থানায় নিয়ে আসা

হয়।

পরে ওই শিশুটির মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ০৯(৪)(খ) মামলা রুজু করে। গাংনী থানার মামলা নং-০৯।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল জানান, ধর্ষণ চেষ্টার মামলায় গ্রেফতারকৃত আসামিকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের মহেশপুর-গৌরীহৃদ সড়কে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আটক যুবকের নাম মো. মাসুদ অরুন(২২)। তিনি মহেশপুর গ্রামের মো. সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান পিপিএম এর নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মো. হাফিজুল ইসলাম এর নেতৃত্বে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল নিয়মিত টহল ও মাদকবিরোধী অভিযানে নামে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কলাবাগানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর অভিযান চালিয়ে মাসুদ অরুনকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ১০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে পুলিশ।

ওসি মাসুদুর রহমান জানান, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা (নং–০৫, তারিখ–০৪/১০/২০২৫) দায়ের করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্থানীয়দের মতে, ওই এলাকায় কিছুদিন ধরে মাদক লেনদেন বেড়ে যাওয়ায় পুলিশি তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। তারা পুলিশের এ ধরনের অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন।

জীবননগরে পুলিশের অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার ১০

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৯ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এবং ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার ও আজ রবিবার জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিরা হলেন— উপজেলার বাঁকা গ্রামের মৃত আনোয়ার সর্দারের মেয়ে জরিনা খাতুন (৫৪) ও নুরুন নাহার খাতুন (৪১), আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের পাকা গ্রামের সিদ্দিক মণ্ডলের ছেলে ছাব্বির হোসেন (২১), একই গ্রামের মৃত নুর মিয়ার ছেলে সবুজ ইসলাম (২৮), মৃত ফয়উদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২২), বাঁকা গ্রামের মৃত আনোয়ার আলী সর্দারের ছেলে জামাল হোসেন (৫৫), জাহাঙ্গীর হোসেন (৪২), বাবুল সর্দার (৫২) ও ফুলু খাতুন (৪৩)।

অন্যদিকে, গোয়ালপাড়া গ্রামের মৃত যোগেন্দ্র নাথের ছেলে রাজু মণ্ডল (৬০) কে ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মামুন হোসেন বিশ্বাস জানান, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে ও মাদক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। আটককৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ধর্ষণ মামলার আসামিসহ গ্রেফতার ৯

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রবাসীর স্ত্রী ধর্ষণ মামলার এক আসামিসহ মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে জুয়া আইনের ৬ জন ও মাদক আইনের ২ জন আসামি রয়েছে।

এ সময় জুয়াড়িদের কাছ থেকে ৫৪ হাজার টাকা, হেরোইন ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

শনিবার দিবাগত রাতে থেকে রবিবার (৫ অক্টোবর) ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল রবিবার দুপুরে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, ধর্ষণ মামলার আসামি গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের ওহাব শাহের ছেলে জামাল উদ্দিন। জুয়া আইনের মামলায় গ্রেফতাররা হলেন সাহারবাটি গ্রামের আইনাল মালিথার ছেলে জিহান (৩০), আব্দুল হালিমের ছেলে মাসুদুর রহমান (৩৫), মৃত উসমান কারিগরের ছেলে ইমাদুল ইসলাম (৪৫), মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে মফিজুর রহমান (৪৫), মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে আসাদুল হক (৩৬) এবং সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে বাবুল হোসেন।

এছাড়া মাদক মামলার আসামি হিসেবে গ্রেফতার হয়েছেন কাজিপুর গ্রামের মঙ্গল আলীর ছেলে জুনায়েদ হোসেন (২৩) এবং নিশিপুর গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে মাসুদ রানা।

মাদক কারবারি মাসুদের কাছ থেকে একশ গ্রাম হেরোইন ও জুনায়েদের কাছ থেকে ১০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে।

এদের মধ্যে ধর্ষণ মামলার আসামি জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা নং ০৮, তারিখ ০৫/১০/২৫ ইং দায়ের করা হয়েছে। জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে মামলা নং ০৯, তারিখ ০৫/১০/২৫ ইং, ধারা ১৮৬৭ সালের জুয়া আইনের ৩ ও ৪ অনুযায়ী করা হয়েছে।
এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা

হয়েছে।

রবিবার দুপুরে আসামিদের আদালতে হাজির করলে আদালত তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দর্শনা ইমিগ্রেশনে গ্রেফতার

ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম মুনির দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেফতার করে।

তার নামে গোপালগঞ্জ থানায় একটি নাশকতা মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই তুহিন বলেন, সন্ধ্যার আগ দিয়ে দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে পৌছায়। আমারা তার পাসপোর্ট চেকিং করে দেখি তার বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ থানায় একটি মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আমরা রাত সাড়ে ৭ টার দিকে তাকে গ্রেফতার করে দর্শনা থানায় নিয়ে এসেছি। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হবে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে গাঁজাসহ গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১ শত গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাসুদুর রহমান, পিপিএম-এর নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) হাফিজুল ইসলাম হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় ফোর্সসহ নিয়মিত মোবাইল ডিউটি, মাদকদ্রব্য উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বুধবার রাত ১০টা ৩০ মিনিটে আলমডাঙ্গা থানাধীন ১নং ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের ভাংবাড়ীয়া কারিগরপাড়া গ্রামের পায়ে হাটা রাস্তা থেকে অভিযান চালিয়ে ভাংবাড়ীয়া কারিগরপাড়া গ্রামের রিয়াজ উদ্দিন এর ছেলে মোঃ আরশেদ আলী (৩৮) কে ১ শত গ্রাম গাঁজাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করে গতকাল আসামিকে চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্ডাডলসহ গ্রেফতার-৩

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে পনেরো পিচ ট্যাপেন্ডাডলসহ গ্রেফতার হয়েছে ৩ জন।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মুহাঃ মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মোঃ ফিরোজ আলী এবং আসমানখালী পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার, গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল করাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন ভোগালাই বগাদী গ্রামস্থ জনৈক আনসার আলী এর বাড়ীর সামনে ইটের ছলিং রাস্তার উপর হতে আসামী মৃত আব্দুল

কুদ্দুসের ছেলে মোঃ আসাদ সর্দার(২৩), আনছার আলির ছেলে মোঃ সেন্টু আলী(৩৫), ফজলু হকের ছেলে মিলন(২৫) গ্রেফতার করা হয়।

গত শনিবার দিবাগত রাত ১টার সময় তাদের কাছে সর্বমোট ১৫ পিচ মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ মামলা রুজু করা হয়েছে।